BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03030039

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 03| March 2025| e-ISSN: 2584-1890

শিশুর ভাষা শিখন ও প্রাথমিক স্তরের ভাষা শিক্ষণ পদ্ধতির সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত কথা

সঞ্জয় হালদার

Mail Id: Sanjiyhaldar@gmail.com

সারাংশ:

বৃদ্ধির সাথে বিকাশ ও চলমান। ক্রম প্রবাহমান বিকাশ প্রক্রিয়া। বিকাশের ধারায় শিশু শিখন এর পথে পা দেয়। শিখন আচরণগত পরিবর্তনের অন্যতম মাধ্যম। ভাষা ভাবের বাহন। ভাষা বিকাশ মূলত ভাষা শিখন কে কেন্দ্র করে। পরিবার থেকে শিশুর ভাষা শিখন শুরু। অর্জন এবং শিখন প্রাসঙ্গিক ও পরস্পরের সাথে সংযুক্ত। পর্যায় অনুযায়ী শিশুর ভাষার শিখন হয়। বিদ্যালয় হল সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ। যেখানে শিক্ষার্থী ভাষা শিখনের স্বতঃস্ফূর্ত রাস্তায় পাওয়া দেয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ভাষা শিখনের রাস্তা দেখায়। ভাষা শিখনের ক্ষেত্রে নানাবিধ পদ্ধতি বিদ্যালয়ে ফলপ্রসু। গল্প থেকে ছড়া কিংবা কবিতা শিক্ষার্থীদের পাঠ গ্রহণের পথে আনন্দদায়ক। বর্ণ চেনা ও বর্ণলেখা এবং শব্দ থেকে শব্দের অর্থ ধারণা শিক্ষার্থীরা পায়। বাক্যকে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের বাচনিক বিকাশ হয়। বাক্য অনুক্রমন করে শিক্ষার্থীরা বর্ণ শব্দগত ধারণা পায়। ভাষা শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের জ্ঞান সঞ্চালনের একাধিক রাস্তা দেখায়। আলোচনা ও আলোচনা কেন্দ্রিক ভাবনায় জ্ঞানের সমৃদ্ধ রাস্তা তৈরি হয়। নাটকীয় ভঙ্গিমা শিক্ষার্থীদের অধিত সময় বিষয় মনে রাখতে সহায়ক। কাব্যময় ভাবনায় ছড়ার উপস্থাপনা শিশু মনকে আকৃষ্ট করে। ছড়ার মধ্যে দিয়ে বাস্তব চিত্র সম্পর্কে শিক্ষার্থী উপলব্ধি করে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাষার প্রয়োগ এবং ভাষা ব্যবহারের সার্থক ক্ষমতা তৈরি হয় ভাষা শিখনের দ্বারা। ভাষা বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তন কিংবা দক্ষতা ভিত্তিক যেদিকের কথাই বলি না কেন তা মূলত ভাষা শিখন থেকে। শিক্ষকের সাহায্য শিক্ষার্থীদের ভাষা শিখনে উদ্বুদ্ধ করে। শিক্ষণ কৌশল শিক্ষার্থীর আগ্রহ বাড়ায়। শিক্ষণ পদ্ধতি চিহ্নিতকরণ এবং শিক্ষার্থীর পরিস্থিতি অনুযায়ী তা প্রয়োগ তৎসহ ভাষাগত দক্ষতায় শিক্ষার্থীর উদ্বুদ্ধ হওয়া সবই শিক্ষকের কর্ম প্রচেষ্টা।

সূচক শব্দ: *শিক্ষণ পদ্ধতি, শিখন, ফলপ্রসু, ক্ষুদ্র সংস্করণ, চলমান, গ্রহণ ধর্মী, আচরণগত পরিবর্তন।*

ভূমিকা:

মানুষের বাক যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত অর্থযুক্ত ধ্বনি সমষ্টিকে ভাষা বলে। প্রথম সৃষ্ট মানব কিভাবে ভাষা ব্যবহার করল সে নিয়ে ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কিত একাধিক মতামত রয়েছে। তবে বর্তমান সময়ে মানুষ যেভাবে ভাষা ব্যাবহার তার দ্বারাই সে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করছে। শিশুর ভাষা শিখন মূলত কোন এক ক পদ্ধতি কেন্দ্রিক পথে সে শেখে এমন নয়। গর্ভাবস্থায় থেকে মায়ের থেকে সে কোন শব্দ শুনতে পায় কিনা সে নিয়ে বৈজ্ঞানিক মতপার্থক্য আছে। তবে মাতৃ জঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার

পরেই পরিবেশ থেকে সে শব্দ শুনতে শুনতে বচনের পথে পা ফেলে। যদিও একক বচন কেন্দ্রিক রিকি থেকে তার ভাষা ব্যবহারের পথ শুরু হয়। বচন আর ভাষার মধ্যে তফাৎ আছে তবে ভাষা শিখন বচন কেন্দ্রিক ভাবনা থেকেই। পরিবারে মায়ের কাছ থেকে অন্যান্য পরিজনদের কাছ থেকে শিশু যা যা শোনে তাহাই সে পরবর্তীকালে মুখ দিয়ে বলে। তাহলে এটা সত্য যে অনুকরণের দ্বারা তার ভাষা শিখন শুরু। অন্যদিকে বিদ্যালয়ে অবস্থানকালে শিক্ষক মহাশয় ভাষা শিক্ষণ পদ্ধতির নানাবিধ উপায় কে ব্যবহার করে ভাষা শিখনের পথে এগিয়ে যায় শিক্ষার্থীদের। তবে কোন একক পদ্ধতি শিক্ষার্থীর ভাষা শিখন ত্বরান্বিত করে এমন নয় একাধিক বিষয় তাকে ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে শিখতে সাহায্য করে। বর্ণ চেনা থেকে লেখা এমনকি মাতৃভাষায় লেখা বিভিন্ন সাহিত্য পঠনে ও শিক্ষক সাহায্য করে। পরবর্তী পর্যায়ে আচরণগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শিক্ষক নির্ধারিত ভাষা শিক্ষণ পদ্ধতিগুলি বিশেষভাবে ফলপ্রসু। শব্দ ব্যবহারের দক্ষতা নিয়ে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে আবার শব্দের অর্থগত সার্বিক ধারণা তাদের আয়ত্বের মধ্যে থাকে না। শিক্ষক একাধিক পদ্ধতিগুলিকে প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের বস্তু জগৎ সম্পর্কে যেমন ধারণা দেন পাশাপাশি উক্ত বস্তু গুলির বানান থেকে একাধিক বর্ণ চেনার ক্ষমতাও শিক্ষার্থীদের অর্জন করায়। অন্যদিকে একাধিক গল্প কবিতা পাঠের দ্বারা শিক্ষার্থীদের বিষয়গত বোধগম্যতার ক্ষেত্র প্রশস্ত করার শিক্ষক মহাশয়। ফলত শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের ভাষা পাঠ ও সাহিত্য প্রীতি সহ ভাষা শিখনের নানাবিধ উপায় গুলিকে রপ্ত করায়।

আলোচনা:

শিশু জন্মগ্রহণ করার পরবর্তী মুহূর্তে কান্না দিয়ে তার প্রথম আত্মপ্রকাশ। যে কান্না কোন অর্থ প্রকাশ করে না কেবলমাত্র আর্তনাদের দ্বারা শিশু কিছু সংকেত প্রকাশ করে মাত্র। পরবর্তী পর্যায়ে বয়স বাড়ার সাথে সাথে সে পরিবারে বড়দেরকে অনুকরণের মধ্য দিয়ে একক শব্দ ব্যবহার থেকে শব্দ সমষ্টি কিংবা পরবর্তী পর্যায়ে বাক্য ব্যবহারের ক্ষমতা রাখে। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে পরিবার থেকে সমাজ থেকে তার ভাতা ব্যবহারের দক্ষতার বিকাশ ঘটে। যে ভাষা মানুষে মানুষে নৈকট্য বাড়ায় ও পরস্পরকে বুঝতে সাহায্য করে সেই ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা শিশু অর্জন করে। মনোবিদ ক্রাশনের মতে শিশু পরিবারে ভাষা অর্জন করে, ভাষা শিখন হয় বিদ্যালয়ে এসে। মানুষে মানুষে জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে নিবিড় সম্পর্ক তৈরি করায় ভাষা। প্রথম পর্যায়ে শিশু বচনের মধ্য দিয়ে বক্তব্য প্রকাশ করে। যে বক্তব্যে কোন অর্থ থাকে না তাই তা পূর্ণাঙ্গ ভাষার শিরোপা পায় না। যখন শব্দ, অর্থ, বাক্য বিন্যাস কিংবা বাক্য প্রয়োগের ক্ষমতা রাখে শিশু তখনই তার ভাষার বিকাশ হয়। অন্য দিক থেকে আমরা বলতে পারি ভাষা শিখন হয়েছে। আসলে বচনের সাথে ভাষার পার্থক্য এখানে। পরিবারে পরিজনদের কাছ থেকে শিশু অনুকরণের মাধ্যমে প্রথমে তার ভাষা বিকাশের পথ শুরু হয়। সম্রাট আকবর পরীক্ষিতভাবে একটি নেকড়ের শাবককে আলাদা করে রাখার কারণে ওইসব কখনো নেকড়ের ডাক ডাকতে পারেনি। তাই কোন মানব শিশুকে যদি পরিবার থেকে আলাদা করে দেওয়া হয় তাহলেও ওই শিশুর মধ্যে ভাষার শিখন হবে না। কারণ অনুকরণের মধ্য দিয়ে শিশুর প্রথম ভাষার বিকাশ ঘটে। ভাষা শিখনের প্রথম পথ শুরু হয় পরিবারে যেখানে তার মায়ের কাছ থেকে সে প্রথম বুলি শুনে মাতৃভাষার রাস্তা খুঁজে পায়। যদিও মাতৃভাষাকেবল মায়ের ভাষা নয়, পরিবারের ভাষা, পরিজনদের ভাষা, পরিবেশের ভাষা।

এই ভাষা শিখনের ক্ষেত্রে শিশুর পরিবারের ভূমিকা সর্বাধিক। পাশাপাশি শিশুর শব্দ গত উন্নয়নের পাশাপাশি বাক্য ব্যবহারের ক্ষমতা এই পরিবারেই সে অর্জন করে। যদিও প্রথাগতভাবে নিয়ম সিদ্ধ তার আদলে তার ভাষাগত উন্নয়নের পথ সেই ভাবে প্রশস্ত হয় না। অর্জন কেন্দ্রিক ভাবনায় ভাষা পরিবারেই আত্মপ্রকাশ করে শিশুর মধ্যে। এক্ষেত্রে শিশুর জীবনে পরিবারের ভূমিকা সর্বাধিক ভাষা শিখনে। বিদ্যালয় পরিমণ্ডল হল ভাষা শিখনের নিয়ম সিদ্ধ রাস্তা দেখানোর প্রথম সোপান। যেখানে শিশু মাতৃভাষার নিয়ম সিদ্ধ আদল খুঁজে পায়। এখানে এসে তার একাধিক ভাষাগত উন্নয়ন হয় বিশেষত উদ্দেশ্য কেন্দ্রিক ভাবনায় গ্রহণ মুলক, অভিব্যক্তি মূলক, আর রসসঞ্চারমূলক, সৃজনাক্ত ক্ষমতার বিকাশও হয়।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার্থীদের প্রথম ভাষা বাংলা অন্যদিকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজি বিদ্যালয়ের স্তরে এসেই তার শিখনের পথ উন্মুক্ত হয়। মাতৃভাষার নিয়ম সিদ্ধতা তার কাছে অনেকটাই সহজ বোধ ও বধির দ্বারা আয়ত্ত হয়। যদিও ভাষা শিখনের ক্ষেত্রে বিশেষত মাতৃভাষার শিখন উদ্দেশ্যের বিচারে দুটি ক্ষেত্র উঠে আসে প্রথমত আচরণ ধর্মী এবং দ্বিতীয়তঃ বিকাশ ধর্মী। বিকাশধর্মী ক্ষেত্রে গ্রহন ধর্মিতা ও প্রকাশ ধর্মী তা যেখানে শিশুকে শ্রবণ পঠন ও কথন লিখন এর দক্ষতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করে। পরিবার থেকে শিশু যে ভাষা শিখনের পথে পা বাড়ায় দক্ষতা কেন্দ্রিক বহিঃপ্রকাশে শ্রবণ পঠন কিংবা কখন লিখন ওই পরিবার থেকেই তার শুরু হয়। বিশেষত ভাষা শিক্ষণ কিছু পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের উক্ত দক্ষতা বিশেষভাবে এগিয়ে দেয় এক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা থাকে সর্বাধিক। অন্যদিকে আচরণধর্মিতার ক্ষেত্রে শিশুর বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক এবং মানস সঞ্চালন মূলক ক্ষেত্রে উন্নয়ন করে।

সুতরাং বিদ্যালয়ের স্তরে ভাষা শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষার্থীর ভাষাগত উন্নয়ন এবং ভাষা কেন্দ্রিক সাহিত্য পাঠের মধ্যে তার আচরণগত পরিবর্তনের পথরেখা প্রস্তুত করে। ফলত বিদ্যালয় স্তরে ভাষা শিক্ষণ পদ্ধতির বিশেষ মহিমাগুলি এক্ষেত্রে বিবেচ্য, প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীরা অবস্থান করে আর এখানে তার বর্ণকেন্দ্রিক ধারণা একটা রাস্তা পরিস্ফুট হয়। প্রাক প্রাথমিক স্তরে শিশু বিন্দুগুলিকে জোড়া করার মধ্যে বর্ণের অবয়ব সম্পর্কে ধারণা পায়। ধীরে ধীরে শিশু প্রতিটি বর্ণের অনুযায়ী ছবি দর্শন করে এবং বর্ণের গঠন কাঠামো ডট লাইনের মধ্যে শিখতে পারে। বিশেষত প্রাথমিক পর্যায়ে এসে গতানুগতিক একটি পদ্ধতি তা বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিকে অবলম্বন করে বর্ণ সম্পর্কে ধারাবাহিক ধারণা পায়।

প্রাচীন এই পদ্ধতি কেবলমাত্র শিশুকে একের পর এক বর্ণ শিক্ষা দেয়। মনোবিজ্ঞান সম্মত রীতিকে পরিহার করে গতানুগতিকভাবে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণের ধারণা দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে যুক্ত ব্যঞ্জন শিখনের দিকে শিক্ষার্থীরা অগ্রসর হয় এই পদ্ধতিতে। মোটকথা ধারাবাহিক ধারণা পায় শিক্ষার্থীরা বর্ণকেন্দ্রিক।

বিদ্যালয় যখন শিশু পদার্পণ করে তখন সে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে শিখে যায়। বস্তু সম্পর্কে তার ধারণা তৈরি হয়। বহির্জগতের বস্তুর নাম পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের সম্পর্ক কেন্দ্রীক নাম সে জানে। উক্ত দিকগুলিকে কাজে লাগিয়ে শব্দানুক্রমিক পদ্ধতিকে বিদ্যালয়ে শিক্ষক মহাশয়রা ব্যবহার করে থাকেন। একটি একটি শব্দের উচ্চারণ করিয়ে শিক্ষার্থীদের পরবর্তী পর্যায়ে ওই শব্দকে ভেঙ্গে পৃথক পৃথক বর্ণ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। মূলত প্রতিটি শব্দের ভেতরে দুটি তিনটি বর্ণ পাওয়া যাবেই। উক্ত বর্ণগুলিকে ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেওয়া হয় এই পদ্ধতিতে। এটি মনোবিজ্ঞান সম্মত একটি পদ্ধতি বিশেষত তার জানা বস্তু বা তার জানার বাইরেও বস্তু সম্পর্কিত ধারণা শিক্ষার্থীরা পায়। ছবি দেখিয়ে বস্তুগুলিকে ধারণা দেওয়া বস্তু গুলির নাম ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দেওয়া যা শিক্ষার্থীরা দর্শন করে বস্তু সামগ্রী সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পায়। অন্যদিকে যে শিশু শব্দের সহযোগে বাক্য গঠন করে সেই বাক্যকে ভেঙে ও ধারাবাহিক ধারণা দেওয়া হয়। বাক্যানুক্রমিক পদ্ধতিতে। যে পদ্ধতিতে ছোট ছোট শব্দযোগে ছোট ছোট বাক্য গঠন করতে শেখানো হয় শিক্ষার্থীদের। অতি পরিচিত শব্দ দিয়ে ছোট্ট ছোট্ট বাক্য গঠন করতে হয় এবং ওই ছোট ছোট বাক্যগুলিকে ব্ল্যাকবোরে লিখে দিতে হবে প্রথম পর্বে। শিক্ষক মহাশয় ছাত্র-ছাত্রীদের উক্ত বাক্য গুলি উচ্চারণ করাবেন এবং বাক্যের অর্থ যুক্ত সংশ্লিষ্ট ছবি প্রদর্শন ও করাবেন। ফলে শিক্ষার্থীরা বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলির উচ্চারণ শিখবে সঙ্গে সঙ্গে উক্ত শব্দগুলির প্রতীকী অর্থ কি তাও বুঝতে পারবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা কিভাবে বাক্য তৈরি করতে হয় সে সম্পর্কে জানবে পাশাপাশি বাক্য গঠনের প্রাথমিক ধারণা এবং বাক্যের অন্তর্ভুক্ত শব্দগুলির উচ্চারণ কেন্দ্রিক অস্পষ্টতা থাকলে দূরীভূত হবে।

শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যে পাঠ্য একক গুলো শ্রেণীভিত্তিক রয়েছে সেগুলির তাৎপর্য যথেষ্ট। বর্ণ শব্দ বাক্য সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণার পরে যখন শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট গল্প কিংবা কবিতার পাঠে প্রবেশ করে তখন শিক্ষার্থীদের বিশেষ কিছু পদ্ধতি অবলম্বনে পাঠদান করা জরুরি হয়ে পড়ে।

বিশেষত অভিনয় পদ্ধতি যা শিক্ষার্থীদের কাছে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় যেখানে শিক্ষার্থী প্রাধান্য ঠিক তার পাশে তার জ্ঞান সংগঠনের ক্ষেত্রে পাঠের বিষয়বস্তু যাতে দীর্ঘস্থায়ী হয় সেই জন্য বর্তমানে পারফর্মিং আর্ট বিষয়টি বিশেষভাবে প্রাধান্য পাচ্ছে। এক্ষেত্রে অভিনয় পদ্ধতি একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি বলা যেতে পারে। অভিনয় পদ্ধতি অবলম্বনে শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীর বিষয়টি অত্যন্ত আনন্দের সহিত গ্রহণ করবে। মূলত এখানে বাস্তব অভিনয়ের বিপরীতে অভিনয়ত্বক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অঙ্গভঙ্গির অনুযায়ী বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা। ড্রামাটিক মেথড বা নাটকীয় পদ্ধতি এক্ষেত্রে একই-গোত্রীয়। প্রসঙ্গক্রমে যোগেন্দ্র নাথ সরকারের পান্তা বুড়ি কিংবা বিরু ভট্টাচার্যের লেখা ফনিমনসা ও বনের পরী অথবা স্বপনবুড়ো রচিত প্রথম পুরস্কারের কথা বলা যেতে পারে। যদিও বিষয়বস্তুকে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর একাধিক দক্ষতার উন্নয়ন হয় এক্ষেত্রে। এ প্রসঙ্গে আমরা অনুকরণ পদ্ধতির কথা ও বলতে পারি। অনুকরণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা বড়দেরকে অনুকরণ করে পাঠ্য বিষয়বস্তু আত্মস্থ করে। বিদ্যালয়ে শিক্ষক মহাশয় কে অনুকরণ করে শিক্ষার্থীরা। তাই শিক্ষক মহাশয় পাঠের বিষয়বস্তু এমনভাবে উপস্থাপন করবেন যা দেখে এবং শুনে শিক্ষার্থীরা পাঠের বিষয়বস্তু উপলব্ধি করতে পারবে। গৃহ পরিবেশে তার কথা বলা, লেখা, পড়া কিংবা শোনার দক্ষতা বৃদ্ধি পায় পাশাপাশি বিদ্যালয়ে এসে শিক্ষকের সহযোগিতায় সে ভাষা গত উন্নয়নের পথে পা রাখে এই একই অনুকরণ মূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে কাজে লাগিয়ে। শিক্ষক মহাশয় কোন কবিতা অথবা কোন ছড়াকে শিক্ষার্থীদের সামনে এমন ভাবে তুলে ধরবেন যে বুলি শুনে শিক্ষার্থীরা হুবহু অনুকরণ করে বিষয়বস্তুর কেউ উপস্থাপন করবে।

প্রাথমিক পর্বে অন্য একটি পদ্ধতি হলো গল্প বলা পদ্ধতি। শিশু সব সময় কৌতূহল গল্পের প্রতি। এই গল্পকে অবলম্বনে শিক্ষক মহাশয় বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরেন। শিক্ষার্থীরা পঞ্চ ইন্দ্রিয় সজাগ করে শিক্ষক মহাশয়ের কথা শুনেন ফলে বিষয়বস্তু যা থাকে তা শিক্ষার্থীরা আত্মস্থ করে সহজে। গল্পের বিষয়বস্তু আকর্ষণীয় হতে হবে পাশাপাশি গল্পের থিম হবে ছোট্ট ফলে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ থাকবে সজাগ। অন্যদিকে অনুবন্ধ পদ্ধতি হলো জ্ঞান সঞ্চালনের একটি অন্যতম পন্থা। মূলত এই পদ্ধতি একমুখী আলোচনাকে বিকেন্দ্রীকরণ করার রাস্তা দেয়। বিষয়ের সাথে বিষয়ের সংযোগ অথবা একাধিক বিষয়ের সাথে সংযোগ কিংবা বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে কোন সংযোগ সেতু তৈরি করে এই পদ্ধতি শিক্ষক মহাশয় ব্যবহার করে থাকেন। শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গি এই পদ্ধতিতে থাকে। মূলত সমন্বিত শিক্ষণ এই পদ্ধতির ফলে বাস্তবায়িত হয়। বর্তমান সময়ের নির্মিতিবাদ এই দৃষ্টিভঙ্গি কে ফলপ্রসূ করতে হলে এই পদ্ধতি সার্থক।

শিশু মন অলৌকিক জগতে সদা বিচরণ করে। মায়াময় জগতের কথা তার জানতে আগ্রহ সর্বদা। ছড়া হলো শিশুর মনোরঞ্জনকারী আপাতত অর্থবোধ হীন কথার কাব্যময় বুনন। শিশু ছড়া শুনতে ভালোবাসে আর এই ছড়ার অবতারণা করে বিষয়বস্তুর মূল বক্তব্য বোঝানো যেমন সহজ বিষয়টি সত্যিই খুব আনন্দদায়ক। ছড়ার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি পদ্ধতি। শিশুদের মন আকৃষ্ট হয় পাশাপাশি ছন্দময় মাধুর্য শিশু মনকে আকৃষ্ট করে। যখন শিশু মায়ের কোলে তখন সে ছেলে ভোলানো ছড়ার নানান পাঁচালী শুনেছে ঠিক বিদ্যালয়েও এসে এই পথকে অবলম্বন করলে শিক্ষার্থীরা ভাষা পাঠে উদ্বুদ্ধ হবে। তাই ছড়ার শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রাথমিক পর্বের একটি অন্যতম পদ্ধতি।

সুতরাং শিশুর জীবন বিকাশে একটি অন্যতম অধ্যায় ভাষা শিখন। ভাষাকে অবলম্বনে মানব শিশুর ভাবের প্রকাশ করে। নিজের মধ্যে যখন সে ভাবকে লুকিয়ে রাখে তাহলে তার নীরব আত্মকথা আর যখন সে ধ্বনি বাহি মাধ্যমকে অবলম্বনে ভাবকে বাইরে প্রকাশ করে তা হলো ভাষা। একেবারে প্রথমে তার বচনের বিকাশ হয় পরবর্তী পর্যায়ে ভাষা অর্জন এবং বিদ্যালয় স্তরে এসে প্রাথাসিদ্ধভাবে ভাষা শিখনের পথে পা বাড়ায়। আসলে শিক্ষক মহাশয় বিদ্যালয়ে একাধিক ভাষা শিক্ষণ পদ্ধতিগুলোকে ব্যবহার করে তার ভাষা বিকাশের পথ রেখাকে প্রশস্ত করে। গ্রহণ ধর্মী বা প্রকাশ ধর্মী যে দক্ষতার কথাই বলি না কেন দুটি ক্ষেত্রেই শিক্ষকের সহায়তা অত্যন্ত জরুরী আর এক্ষেত্রে ভাষা শিক্ষণ পদ্ধতিগুলি উক্ত দক্ষতার বহিঃপ্রকাশের সহায়তা প্রদান করে। মূলত

শিশু যখন বিদ্যালয়ের প্রবেশ করে বর্ণ কেন্দ্রিক ধারণার স্বচ্ছতা আসে। শ্রেণীভিত্তিক পার্থক্য শিক্ষণ পদ্ধতির পার্থক্য থাকে। প্রাক প্রাথমিক পর্ব থেকে প্রাথমিক কিংবা উচ্চ প্রাথমিক প্রতি পর্বের পদ্ধতি কেন্দ্রিক স্তরায়ন আলাদা। শিশুর বিকাশের সাথে পদ্ধতির সমতা বিধান থাকে। আবার বিষয়বস্তুর মাত্রার ওপরে পদ্ধতি প্রয়োগ হয়ে থাকে। তাই এই সত্য বিবেচ্য শিক্ষার্থীর ভাষা শিখন বিকাশধর্মী হোক বা আচরণ ধর্মী হোক দুটি ক্ষেত্রেই ভাষা শিক্ষণ পদ্ধতির সহায়ক ভূমিকা সতত।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

- মিশ্র. ডঃ সুবিমল, 2014, প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণে বাংলা শিক্ষণ পদ্ধতি, রীতা পাবলিকেশন, কলিকাতা।
- মাল. সদাই, 2015, প্রাথমিক শিক্ষণ প্রসঙ্গে বাংলা শিক্ষণ, শোভা প্রকাশনী, কলকাতা।
- মিশ্র. সত্য গোপাল, 2013, বাংলা পোড়ানোর রীতি ও পদ্ধতি, সোমা বুকে এজেন্সি, কলিকাতা।
- পাল. দেবাশীষ, ধর. দেবাশীষ, দাস. মধুমিতা 2005, পাঠদান ও শিখন এর মনস্তত্ত্ব, রীতা পাবলিকেশন, কলিকাতা।
- Dinda. D. Malayendu, 2015, Language Across the curriculum, Rita Publication Kolkata ।
- চট্টোপাধ্যায়. ডঃ কৌশিক, 2015, প্রথম ভাষা: বাংলা শিক্ষণ, রীতা পাবলিকেশন, কলিকাতা।
- Halliday, M.A..K 2004, The Language of Early childhood, Landan: Continue print.

Citation: **হালদার. স.,** (2025) "শিশুর ভাষা শিখন ও প্রাথমিক স্তরের ভাষা শিক্ষণ পদ্ধতির সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত কথা", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-03, March-2025.